شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

مَعْنَاهَا وَأَرْكَانُهَا وَفَضَائِلُهَا وَشُرُوْطُهَا وَنَوَاقِضُهَا

কালিমায়ে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"

অর্থ, রুকন, ফযীলত, শর্ত ও ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

রচনা:

মোস্তাফিজুর রহমান ইবনু আব্দিল আজিজ আল-মাদানী

সম্পাদনা:

শাইখ আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

প্রকাশনায়:

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمعذر وأم الحمام ، الرياض

আল-মা'যার ও উম্মুল-হামাম প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা অফিস

পোঃ বক্স নং ৩১০২১ ফোনঃ ০১১-৪৮২৬৪৬৬ ফ্যাক্সঃ ০১১-৪৮২৭৪৮৯

আল-মা'যার ও উম্মুল-হামাম, রিয়াদ ১১৪৯৭

ভূমিকা

الْحَمْدُ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْراً.

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! কালেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" হলো তাওহীদ, ইখলাস ও তাক্বওয়ার কালিমা এবং এটিই হলো একজন মুসলমানের জন্য শক্ত হাতল। এর জন্যই আকাশ ও জমিন সৃষ্টি করা হয়েছে। এর পরিপূর্ণতার জন্যই সুন্নাত ও ফরযের বিধান রাখা হয়েছে। যে ব্যক্তি সঠিকভাবে এর অর্থ বুঝে এর সমূহ বিষয়ের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে এর দাবি মতো আমল করে সেই তো খাঁটি মুসলমান।

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর ভাবার্থ: এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কোন সত্য মা'বূদ বা উপাস্য নেই। তথা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই এবং তিনিই একমাত্র ইবাদতের উপযুক্ত। ইবাদতে তাঁর কোন শরীক নেই যেমনিভাবে সৃষ্টিকুলের মালিকানায় তাঁর কোন শরীক নেই।

এর অর্থ এমন নয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন স্রষ্টা নেই, আল্লাহ ছাড়া উদ্ভাবনে সক্ষম এমন কেউ নেই এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো অস্তিত্ব নেই। কারণ,

ক. জাহিলী যুগের কুরাইশ বংশের কাফির ও মুশরিকরা এ কথা অস্বীকার করতো না যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন স্রষ্টা নেই। আল্লাহ ছাড়া উদ্ভাবনে সক্ষম এমন আর কেউ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ﴾.

"আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, আকাশমণ্ডলী ও যমীনের স্রষ্টা কে? তারা অবশ্যই বলবে: আল্লাহ"। (লুকমান: ২৫)

খ. কুরাইশ বংশের কাফিরদেরকে যখন রাসূল বলেন: তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো তখন তারা বললো:

﴿أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾.

"সে কি সব ইলাহকে এক ইলাহ বানিয়ে ফেলেছে? এটা সত্যিই বড় আশ্চর্যের বিষয়"। (সাদ: ৫)

তারা কি কালিমার এ অর্থ বুঝেছে যে, আল্লাহ ছাড়া স্রষ্টা বা উদ্ভাবনে সক্ষম এমন কেউ নেই?

উত্তর: না তারা এমন বুঝেনি। কারণ, তারা এগুলো অস্বীকার করতো না। বরং তারা এক লা শরীক আল্লাহর একচ্ছত্র ইবাদাতকে অস্বীকার করতো। এ জন্য কালিমার অর্থ হলো আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই।

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর রুকনসমূহ:

এর রুকন হলো দু'টি। যা নিম্নরূপ:

ক. আল্লাহ তা'আলা ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত যে আর কেউ নেই এ কথা বিশ্বাস করা। অন্য কথায়, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য যে কোন বস্তু বা ব্যক্তির ইবাদাতকে অস্বীকার করা।

খ. একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই যে ইবাদতের উপযুক্ত এ কথা মনেপ্রাণে স্বীকার ও বিশ্বাস করা।

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর শর্তসমূহ:

বস্তুতঃ কালেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর সাতটি শর্ত রয়েছে। যেগুলো নিম্নরূপ:

১. কালিমার অর্থ ভালোভাবে জানা ও এ কালিমা কি করতে বলে তা সঠিকভাবে অনুধাবন করা এবং এর উপর আমল করা। কেউ যদি এ কথা জানে যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ইবাদতের উপযুক্ত। তিনি এ ব্যাপারে একক। তাঁর কোন শরীক নেই এবং তিনি ছাড়া অন্য যে কারোর ইবাদত বাতিল। উপরন্তু সে উক্ত জ্ঞানানুযায়ী আমলও করে তা হলে সে কালিমার অর্থ বুঝেছে বলে দাবি করতে পারে। অন্য কথায়, কেউ কালিমার অর্থ ভালোভাবে জানলে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ যে ইবাদতের সামান্যটুকুরও অংশীদার হতে পারে এমন কথা ও কাজ সে কোনভাবেই মেনে নিতে পারে না। অতএব, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর একচ্ছত্র আনুগত্য করা, কাউকে এককভাবে ভয় করা এবং কাউকে সকল আশা ও ভরসার কেন্দ্রবিন্দু মনে করা ইত্যাদি কালিমা বিরোধী ও ঈমান বিধ্বংসের

কারণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ﴾.

"তুমি জেনে রাখো যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কোন সত্য মা'বূদ বা উপাস্য নেই"। (মুহাম্মাদ : ১৯) আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন:

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"যে ব্যক্তি এ কথা জেনে মৃত্যুবরণ করে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"। (মুসলিম, হাদীস ২৬)

২. উক্ত কালিমার সাক্ষ্য দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে উচ্চারণ করা। যাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকবে না। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই যে ইবাদতের উপযুক্ত এবং তিনি ছাড়া অন্য যে কারোর ইবাদত যে বাতিল বলে গণ্য উপরন্তু অন্য কারোর জন্য যে ইবাদতের সামান্যটুকুও ব্যয় করা জায়িয নয় এ কথাগুলো সত্য বলে মনেপ্রাণে দৃঢ় বিশ্বাস করতে হবে। কেউ যদি উক্ত সাক্ষ্যর ব্যাপারে সামান্যটুকুও সন্দেহ পোষণ করে এবং আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো ইবাদত যে বাতিল বলে গণ্য এ ব্যাপারে কোন ধরনের দ্বিধা-সংশয় বোধ করে তা হলে তার উপরোক্ত সাক্ষ্য অবশ্যই বাতিল বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا﴾.

"নিশ্চয়ই সত্যিকার ঈমানদার ওরা যারা আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর উপর ঈমান এনেছে। অতঃপর তাতে কোন ধরনের সন্দেহ পোষণ করেনি"। (হুজুরাত : ১৫)

আবু হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

أَشْهَدُ أَنْ لَا الهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই এবং নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল এ ব্যাপারে কোন বান্দাহ নিঃসন্দেহভাবে সাক্ষ্য দিয়ে আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারলে সে নিশ্চয়ই জান্নাতে প্রবেশ করবে"। (মুসলিম, হাদীস ২৭)

৩. উক্ত কালিমা যা ধারণ করে ও করতে বলে তা সম্পূর্ণরূপে কায়মনোবাক্যে মেনে নেয়া। তথা আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর পক্ষ থেকে যা কিছু এসেছে তা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার, বিশ্বাস ও গ্রহণ করা। এর কোন কিছুই পরিবর্তন

ও অপব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান না করা। যেমনঃ ইহুদি-খ্রিস্টানের আলিমরা উক্ত কালিমার অর্থ জানতো এবং তা বিশ্বাসও করতো। তবে তারা তা অহঙ্কারবশতঃ গ্রহণ করেনি ও মেনে নেইনি। আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন:

﴿الَّذِيْنَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ أَبْنَاءَهُمْ، وَإِنَّ فَرِيْقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ﴾.

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা রাসূল ﷺ কে এমনভাবে চিনে যেমন চিনে নিজ পুত্রসন্তানদেরকে। তবে নিশ্চয়ই তাদের এক দল জ্ঞাতসারে সত্যকে গোপন করছে"। (বাক্বারাহ: ১৪৬)

যারা শরীয়তের কোন বিধান কিংবা দণ্ডবিধি নিয়ে প্রশ্ন তোলে যেমন: চুরি ও ভ্যবিচারের দণ্ড অথবা বহু বিবাহের মতো বিধানের উপর আপত্তি করে তারা যে উক্ত কালিমার চাওয়া-পাওয়া মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেনি তা সহজেই বুঝা যায়।

৪. উক্ত কালিমা যা বুঝায় তা সম্পূর্ণরূপে মাথা পেতে নেয়া। তথা আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর পক্ষ থেকে যা কিছু এসেছে তা কোন ধরনের কমানো-বাড়ানো ছাড়াই সম্পূর্ণরূপে ও সন্তুষ্ট চিত্তে মাথা পেতে নেয়া এবং কাজে পরিণত করা। উপরন্তু তা নিয়ে কোন প্রশ্নের অবতারণা না করা। আল্লাহ বলেন:

﴿وَأَنِيْبُوْا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوْا لَهُ﴾.

"তোমরা নিজ প্রতিপালক অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করো"। (যুমার: ৫৪) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا﴾.

"তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা কখনো ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যকার বিরোধপূর্ণ বিষয়ে আপনাকে বিচারক হিসেবে মেনে নেয় অতঃপর আপনার ফায়সালা সন্তুষ্ট চিত্তে মাথা পেতে নেয়"। (নিসা': ৬৫)

এ শর্ত ও পূর্বের শর্তের মাঝে পার্থক্য এই যে, পূর্বের শর্ত কালিমা যা বুঝায় তা মৌখিকভাবে মেনে নেয়া আর এ শর্ত হলো তা কার্যগতভাবে মেনে নেয়া।

যারা শরীয়তের বিচার বাদ দিয়ে মানব রচিত বিচারের নিকট ধন্না দেয় তারা

যে উক্ত কালিমার চাওয়া-পাওয়া মাথা পেতে নিতে পারেনি তা সহজেই বুঝা যায়।

৫. উক্ত কালিমা যা বুঝায় তা মনেপ্রাণে মেনে নেয়ার ব্যাপারে সত্যবাদিতার পরিচয় দেয়া। এ কালিমার প্রতি অন্যকে দা'ওয়াত দেয়া এবং আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও তাঁর বিধি-নিষেধ বাস্তবায়নে নিজ সর্বশক্তি নিয়োগ করা সত্যিকারার্থেই এ ব্যাপারে সত্যবাদিতার পরিচয় বহন করে। আল্লাহ বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ﴾.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো এবং -কথায় ও কাজে- সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো"। (তাওবাহ: ১১৯)

আবু মূসা আশআরী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ صَادِقًا بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে বলবে যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"। (আহমাদ: ৪/১১)

আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ এর পক্ষ থেকে যা কিছু এসেছে এর পুরোটা কিংবা কিয়দংশ কেউ অসত্য বলে মনে করলে সে যে উক্ত কালিমা বিশ্বাসে অসত্যবাদী তা সহজেই বুঝা যায়। এ জাতীয় ঈমান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কোনভাবেই জাহান্নাম থেকে মুক্ত করতে পারবে না। বরং সে মুনাফিক বলেই বিবেচিত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ﴾.

"মানুষদের মাঝে এমন কিছু লোকও রয়েছে যারা বলে: আমরা আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূলের উপর ঈমান এনেছি অথচ তারা সত্যিকারার্থে মু'মিন নয়"। (বাক্বারাহ: ৮)

৬. উক্ত কালিমার প্রতি বিশ্বাস যে কোন শিরকের লেশ থেকে মুক্ত করা। তথা তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনায় হতে হবে। তা কাউকে দেখানো বা শুনানো কিংবা দুনিয়ার কোন লাভ বা ভোগের ইচ্ছায় না হতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿أَلَا لِلهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ﴾.

"জেনে রাখো, একনিষ্ঠ আনুগত্য বা ইবাদাত একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই

জন্য”। (যুমার: ৩)

আবু হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ.

“কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ পেয়ে ভাগ্যবান হবে সে ব্যক্তি যে খাঁটি মনে বলেছে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা’বূদ নেই”। (বুখারী, হাদীস ৯৯)

৭. উক্ত কালিমা ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কিছুকেই ভালোবাসা এবং যা এর বিপরীত তা মনভরে ঘৃণা করা। তথা আল্লাহ তা‘আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ কে ভালোবাসা এবং এঁদের ভালোবাসা সকল ভালোবাসার উপর প্রাধান্য দেয়া। উপরন্তু এঁদের ভালোবাসার সকল শর্ত ও চাহিদা পূরণ করা। তথা আল্লাহ তা‘আলাকে ভয়, আশা ও সম্মান দিয়ে ভালোবাসা। এমন সকল স্থানকেও ভালোবাসা যেগুলোকে আল্লাহ তা‘আলা ভালোবাসেন যেমন: মক্কা, মদীনা ও বিশ্বের সকল মসজিদ। এমন সকল সময়কেও ভালোবাসা যেগুলোকে আল্লাহ তা‘আলা ভালোবাসেন যেমন: রামাযান, জিলহজ্জের প্রথম দশ দিন ইত্যাদি। এমন সকল ব্যক্তিবর্গকেও ভালোবাসা যাঁদেরকে আল্লাহ তা‘আলা ভালোবাসেন যেমন: নবী, রাসূল, ফিরিশতা, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককারগণ। এমন সকল কাজকেও ভালোবাসা যেগুলোকে আল্লাহ তা‘আলা ভালোবাসেন যেমন: নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি। এমন সকল কথাকেও ভালোবাসা যেগুলোকে আল্লাহ তা‘আলা ভালোবাসেন যেমনঃ যিকির, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি।

এর বিপরীতে সকল কাফির, মুশরিক ও মুনাফিক এবং সকল কুফরি, ফাসিকী ও যে কোন গুনাহকে অপছন্দ করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيْ اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ، أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ، يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَلاَ يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ﴾.

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কেউ মুরতাদ হয়ে গেলে তথা নিজ ধর্ম ত্যাগ করলে তাতে আল্লাহ তা‘আলার কিছুই আসে যায় না। বরং অচিরেই আল্লাহ তা‘আলা তাদের পরিবর্তে এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মু’মিনদের প্রতি নম্র ও কাফিরদের প্রতি কঠিন থাকবে। তারা আল্লাহ তা‘আলার পথে জিহাদ করবে। এ

ব্যাপারে তারা কোন নিন্দুকের নিন্দা পরোয়া করবে না"। (মায়িদাহ: ৫৪)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿لاَ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَوْ كَانُوْا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيْرَتَهُمْ﴾.

"আপনি এমন কোন সম্প্রদায় পাবে না যারা আল্লাহ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী বলে দাবি করে; অথচ তারা ভালোবাসে আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল বিরোধীদেরকে। যদিও তারা হোক না তাদের পিতা, পুত্র, ভাই ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠী"। (মুজাদালাহ: ২২)

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ الإِيمَانِ: مَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لله، وَمَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ كَانَ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ.

"যার মাঝে তিনটি গুণ থাকবে সে ঈমানের মজা পাবে: একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালোবাসা, আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা এবং মুসলমান হওয়ার পর কাফির হওয়ার চেয়ে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে বেশি ভালোবাসা"।

এর বিপরীতে কোন মু'মিনকে শত্রু এবং কোন কাফির ও মুশরিককে বন্ধু মনে করা সত্যিই ঈমান বিরোধী।

কালিমার ফযীলত ও গুরুত্ব:

কালিমার অনেক ফযীলত ও গুরুত্ব রয়েছে। তবে সেগুলোর কিয়দংশ নিম্নরূপ:

১. এটি মূলতঃ আল্লাহর একটি বিশাল নিয়ামত। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা নিয়ামতের সূরা তথা সূরা নাহলে এটিকে সকল নিয়ামতের পূর্বে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يُنَزِّلُ الْمَلاَئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوْا أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاتَّقُوْنِ﴾.

"তিনি তাঁর রূহ বা ওহীকে যে বান্দাহর উপর চান স্বীয় নির্দেশক্রমে ফিরিশতাদের মাধ্যমে অবতীর্ণ করেন এ মর্মে তোমরা সতর্ক করবে যে, আমি ছাড়া

সত্যিকার কোন ইলাহ নেই। কাজেই তোমরা আমাকে ভয় করো"। (নাহল: ৩)

২. এটি একটি শক্ত হাতল যা কখনো ছিঁড়ে যাওয়ার নয়। আল্লাহ বলেন:

﴿فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، لاَ انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ﴾.

"কাজেই যে ব্যক্তি তাগুত তথা মিথ্যা মা'বূদকে অমান্য করে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো নিশ্চয়ই সে এমন এক শক্ত রজ্জু ধরলো, যা কখনো ছিন্ন হওয়ার নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা"। (বাকারাহ: ২৫৬)

৩. এটিকে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন:

﴿لاَ يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْداً﴾.

"দয়াময়ের নিকট যে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে সে ছাড়া অন্য কারো সুপারিশ করার অধিকার থাকবে না"। (মারইয়াম: ৮৭) ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন:

الْعَهْدُ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ والْبَرَاءَةُ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ إِلاَّ بِاللهِ وَأَنْ لاَ يَرْجُوَ إِلاَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ.

"উক্ত আয়াতে প্রতিশ্রুতি বলতে যা বুঝানো হচ্ছে তা হলো এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই এবং কোন খারাপ কাজ থেকে বাঁচা ও ভালো কাজের শক্তি আল্লাহ ছাড়া আর কেউ দিতে পারেন না উপরন্তু আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট কোন কিছু আশা না করা। (তাবারী: ১৮/২৫৫)

৪. এটি এক চিরন্তন সত্যের কালিমা তথা এক মহা সত্য। আল্লাহ বলেন:

﴿إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ﴾.

"তবে জ্ঞানের ভিত্তিতে যে সত্যের সাক্ষ্য দেয় সে ছাড়া"। (যুখরুফ: ৮৬)

৫. এটি তাকওয়ার কালিমা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوْا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا﴾.

"আর তাদের জন্য তাকওয়ার বাণী অপরিহার্য করে দিলেন। মূলতঃ তারাই ছিলো এর সবচেয়ে বেশি হকদার ও যোগ্য অধিকারী"। (ফাতহ: ২৬)

৬. এটি এক সুপ্রতিষ্ঠিত বাণী। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِيْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِيْ الْآخِرَةِ﴾.

"যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত বাণীর মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন"। (ইব্রাহীম: ২৭)

৭. এটি জান্নাতে যাওয়া ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার পথ। আল্লাহ বলেন:

﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾.

"অতঃপর যাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে জান্নাতে ঢুকানো হলো সেই সত্যিকার সফলকাম"। (আলি-ইমরান: ১৮৫)

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে রয়েছে,

مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَأَنَّ عِيْسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ.

"যে ব্যক্তি এ কথার সাক্ষ্য দিলো যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আর ঈসা عليه السلام আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং মারইয়ামের নিকট প্রেরিত বাণী ও রূহ। জান্নাতও সত্য এবং জাহান্নামও সত্য সে যে আমলই করুক না কেন আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন"। (বুখারী, হাদীস ৩৪৩৫ মুসলিম, হাদীস ২৮)

৮. এটি জাহান্নামের উপযুক্ত ব্যক্তির জাহান্নামে চিরস্থায়ী হওয়ার পথে বাধা। সুপারিশের হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

أَخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَكَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ.

"ওই ব্যক্তিকে তোমরা জাহান্নাম থেকে বের করো যে বলেছে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই এবং তার অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান রয়েছে"। (হাকিম: ১/১৪১)

৯. যে ব্যক্তি এটি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বলবে তার উপর আল্লাহ জাহান্নাম হারাম করে দিবেন। ইতবান ইবনু মালিক রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন:

فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَبْتَغِيْ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ.

"আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে ওই ব্যক্তির উপর হারাম করেন যে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বলে: আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই"। (বুখারী, হাদীস ৪২৫)

১০. এ জন্যই জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ﴾.

"আমি জিন ও মানুষকে একমাত্র আমারই ইবাদাত করার জন্য সৃষ্টি করেছি"। (যারিয়াত: ৫৬)

১১. এটি দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। আল্লাহ বলেন:

﴿الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُوْنَ﴾.

"যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে শিরক দ্বারা কলুষিত করেনি তারাই নিরাপত্তা লাভ করবে এবং তারাই হলো সঠিক পথপ্রাপ্ত"। (আনআম: ৮২)

১২. এটি বলা মানুষের সর্বপ্রথম দায়িত্ব। রাসূল ﷺ বলেন:

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

"আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের সাথে যুদ্ধের আদেশ করা হয়েছে যতক্ষণ না তারা এ সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই"। (মুসলিম, হাদীস ২২)

১৩. এটি বলা মানুষের সর্বশেষ দায়িত্ব। এটি কারো দুনিয়ার শেষ কথা হলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। মুআয ইবনু জাবাল ﷺ এর হাদীসে এসেছে,

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"যার সর্বশেষ কথা হবে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"। (আবু দাউদ, হাদীস ৩১১৬ আহমাদ, হাদীস ২২০৩৪)

১৪. এ জন্যই রাসূলগণকে পাঠানো হয়েছে এবং কিতাবসমূহ নাযিল করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ إِلاَّ نُوْحِيْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُوْنِ﴾.

"আমি আপনার পূর্বে এমন কোন রাসূল পাঠাইনি যাঁর প্রতি আমি এ প্রত্যাদেশ করিনি যে, আমি ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই। কাজেই তোমরা আমারই ইবাদাত করো"। (আম্বিয়া: ২৫)

কালিমা বিধ্বংসী দশটি বিষয়:

প্রিয় দ্বীনী ভাইয়েরা! দশটি এমন মারাত্মক কাজ ও বিশ্বাস রয়েছে যার কোন একটি কারো মধ্যে পাওয়া গেলে ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায়, ভয়ে হোক কিংবা ঠাট্টাবশত তথা যেভাবেই হোক না কেন সে ইসলামের গণ্ডী থেকে বের হয়ে যাবে এবং নির্ঘাত কাফির হিসেবে পরিগণিত হবে। তাই সবাইকে এ ব্যাপারে সতর্ক

থাকা উচিত। সে বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা। মৃত ব্যক্তির নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করা, তাদের নিকট কোন ব্যাপারে সহযোগিতা কামনা করা, তাদের জন্য কোন পশু জবাই করা অথবা তাদের জন্য কোন কিছু মানত করা ইত্যাদি শিরকেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِـمَنْ يَّشَآءُ﴾.

"নিশ্চয়ই আল-াহ্ তা'আলা ক্ষমা করবেন না তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা তবে তিনি এছাড়া অন্যান্য সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন যার জন্য ইচ্ছে করেন"। (নিসা : ৪৮) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿إِنَّهُ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْـجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِـمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা যে ব্যক্তি তার সাথে কাউকে শরীক করেন তার উপর জান্নাতকে করেন হারাম এবং জাহান্নামকে করেন তার শেষ ঠিকানা। আর তখন এরূপ অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না"। (মায়িদাহ: ৭২)

২. বান্দাহ ও আল্লাহ তা'আলার মাঝে এমন কাউকে স্থির করা যাকে বিপদের সময় ডাকা হয়, তার সুপারিশ কামনা করা হয়, তার উপর কোন ব্যাপারে ভরসা করা হয়। এমন ব্যক্তি সকল আলেমের ঐক্যমতে কাফির। আল্লাহ বলেন:

﴿وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِّنَ الظَّالِـمِيْنَ، وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادَّ لِفَضْلِهِ، يُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ﴾.

"আর তুমি আল্লাহ তা'আলা ছাড়া এমন কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে ডেকো না যা তোমার কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারবে না। এমন করলে সত্যিই তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কোন ক্ষতির সম্মুখীন করেন তাহলে তিনিই একমাত্র তোমাকে তা থেকে উদ্ধার করতে পারেন। আর যদি তিনি তোমার কোন কল্যাণ করতে চান তাহলে তাঁর অনুগ্রহের গতিরোধ করার সাধ্য কারোর নেই। তিনি নিজ বান্দাহদের মধ্য থেকে যাকে চান অনুগ্রহ করেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়ালু"। (ইউনুস: ১০৬-১০৭)

৩. কোন কাফির ব্যক্তিকে কাফির মনে না করা অথবা সে ব্যক্তি যে সত্যিই কাফির এ ব্যাপারে সন্দেহ করা কিংবা তাদের ধর্ম-বিশ্বাস তথা জীবন ব্যবস্থাকে সঠিক মনে করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْ إِبْرَاهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ إِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوْا بِاللهِ وَحْدَهُ﴾.

"তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ﷺ ও তাঁর অনুসারীদের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে; তারা নিজেদের সম্প্রদায়কে বলেছিলো: তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যে মূর্তিসমূহের ইবাদাত করছো তা হতে আমরা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। তোমাদেরকে আমরা অস্বীকার করছি এবং আজ হতে চিরকালের জন্য আমাদের ও তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ বলবৎ থাকবে যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো"। (মুমতাহিনাহ: ৪) রাসূল ইরশাদ ﷺ করেন:

مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই বলে স্বীকার করেছে এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত পূজ্য সকল বস্তুর প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়েছে তার জান ও মাল অন্যের উপর হারাম এবং তার সকল হিসাব-কিতাব একমাত্র আল্লাহ তা'আলার হাতে ন্যস্ত"। (মুসলিম, হাদীস ২৩)

৪. রাসূল ﷺ আনিত জীবনাদর্শ ব্যতীত অন্য কোন জীবনাদর্শকে উত্তম মনে করা অথবা রাসূল ﷺ আনিত বিচারব্যবস্থার চেয়ে অন্য বিচারব্যবস্থাকে উন্নত কিংবা সমপর্যায়ের মনে করা। তেমনিভাবে মানবরচিত বিধি-বিধানকে ইসলামী বিধি-বিধানের চেয়ে উত্তম মনে করা অথবা এমন মনে করা যে, ইসলামী বিধি-বিধান এ আধুনিক যুগে বাস্তবায়নের উপযুক্ত নয় অথবা ইসলামী সনাতন বিধি-বিধানকে আঁকড়ে ধরার কারণেই আজ মুসলমানদের এই অধঃপতন অথবা ইসলাম হচ্ছে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের জন্য; রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য, দণ্ডবিধি ইত্যাদির ক্ষেত্রে মানবরচিত বিধি-বিধান প্রযোজ্য যেমনিভাবে ইসলামী বিধি-বিধানও এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ ব্যাপারে আলেমদের কোন মতভেদ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ﴾.

"যারা আল্লাহ অবতারিত বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারা সম্পূর্ণরূপে কাফির"। (মায়িদাহ: ৪৪) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ﴾.

"তবে কি তারা জাহেলি যুগের বিধান কামনা করে? মু'মিনদের জন্য আল্লাহর বিধানের চেয়ে অন্য কোন বিধান উত্তম হতে পারে কি"? (মায়িদাহ: ৫০)

তিনি আরো বলেন:

﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْماً﴾.

"অতএব, আপনার প্রতিপালকের কসম! তারা কখনো মু'মিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত আপনাকে তাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধের ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে না নেয়, এমনকি আপনি যে ফায়সালা করবেন তা দ্বিধাহীন হৃদয়ে গ্রহণ না করে এবং তা হৃষ্টচিত্তে মেনে না নেয়"। (নিসা : ৬৫)

৫. রাসূল ﷺ আনিত শরয়ী বিধানের কোন একটির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা। যদিও সে তদানুযায়ী আমল করুক না কেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَا أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾.

"তা তথা দুর্ভোগ ও কর্মব্যর্থতা এজন্যে যে, তারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানকে অপছন্দ করেছে। সুতরাং আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিবেন"। (মুহাম্মাদ: ৯)

৬. ইসলামের কোন বিষয় নিয়ে বিদ্রূপ করা অথবা এর কোন পুণ্য কিংবা শাস্তিবিধিকে উদ্দেশ্য করে ঠাট্টা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ، قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُوْلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ، لاَ تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ﴾.

"হে রাসুল! আপনি বলে দিন: তবে কি তোমরা আল্লাহ; তাঁর আয়াতসমুহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে হাসি-ঠাট্টা করছিলে? তোমাদের কোন কৈফিয়ত গ্রহণ করা হবে না। তোমরা মু'মিন বলে নিজকে প্রকাশ করে থাকলেও এখন তোমরা কাফের হয়ে গিয়েছো"। (তাওবাহ: ৬৫-৬৬)

৭. যাদু শেখা কিংবা শেখানো অথবা তাতে বিশ্বাস করা। তেমনিভাবে যে

কোন পন্থায় কারোর মাঝে আকর্ষণ কিংবা বিকর্ষণ সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ، وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُوْلاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ﴾.

"সুলাইমান ﷺ কুফুরি করেননি, তবে শয়তানরাই কুফুরি করেছে, তারা লোকদেরকে যাদু শেখাতো বাবেল শহরে বিশেষ করে হারূত-মারূত ব্যক্তিদ্বয়কে। বস্তুতঃ জিব্রীল ও মীকাঈল ফিরিশতাদ্বয়ের উপর কোন যাদু অবতীর্ণ করা হয়নি যা ইহুদিরা ধারণা করতো। তবে ব্যক্তিদ্বয় কাউকে যাদু শিক্ষা দিতো না যতক্ষণ না তারা বলতো আমরা পরীক্ষাসরূপ মাত্র, অতএব তোমরা কুফরী করো না"। (বাকারাহ: ১০২)

যাদুকরের শাস্তি হলো, কারো ব্যাপারে তা সত্যিকারভাবে প্রমাণিত হলে তাকে হত্যা করা। এ ব্যাপারে সাহাবাদের ঐকমত্য রয়েছে।

জুনদুব ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ.

"যাদুকরের শাস্তি তলোয়ারের আঘাতে শিরশ্ছেদ করা"। (তিরমিযী, হাদীস ১৪৬০)

জুনদুব ﷺ শুধু এ কথা বলেই ক্ষান্ত হননি। বরং তিনি তা বাস্তবে কার্যকরী করেও দেখিয়েছেন। আবু উসমান নাহদী (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

كَانَ عِنْدَ الْوَلِيْدِ رَجُلٌ يَلْعَبُ، فَذَبَحَ إِنْسَاناً وَأَبَانَ رَأْسَهُ، فَعَجِبْنَا فَأَعَادَ رَأْسَهُ، فَجَاءَ جُنْدُبٌ الْأَزْدِيْ فَقَتَلَهُ.

"ইরাকে ওয়ালীদ ইবনু উক্ববার সম্মুখে জনৈক ব্যক্তি খেলা দেখাচ্ছিলো। সে জনৈক ব্যক্তির মাথা কেটে শরীর থেকে ভিন্ন করে ফেলে। এতে আমরা খুব বিস্মিত হলে লোকটি কর্তিত মাথা খানি যথাস্থানে ফিরিয়ে দেয়। ইতিমধ্যে জুনদুব ﷺ এসে তাকে হত্যা করে"। (বুখারী/আত্তা'রীখুল-কাবীর: ২/২২২ বায়হাক্বী: ৮/১৩৬)

তেমনিভাবে উম্মুল-মু'মিনীন হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)ও নিজ ক্রীতদাসীকে যাদুকর প্রমাণিত হওয়ার পর হত্যা করেন।

অনুরূপভাবে উমর ﷺও তাঁর খিলাফতকালে সকল যাদুকর পুরুষ ও মহিলাকে হত্যা করার আদেশ জারি করেন। বাজালা ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ أَنِ اقْتُلُوْا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ، قَالَ الرَّاوِيْ: فَقَتَلْنَا ثَلاَثَ سَوَاحِرَ.

"উমর ﷺ নিজ খিলাফতকালে এ আদেশ জারি করে চিঠি পাঠান যে, তোমরা সকল যাদুকর পুরুষ ও মহিলাকে হত্যা করো। বর্ণনাকারী বলেন: অতঃপর আমরা তিনজন মহিলা যাদুকরকে হত্যা করি"। (আবু দাউদ, হাদীস ৩০৪৩ বায়হাকী: ৮/১৩৬ ইবনু আবী শাইবাহ, হাদীস ২৮৯৮২, ৩২৬৫২ আব্দুর রায-যাক, হাদীস ৯৯৭২ আহমাদ, হাদীস ১৬৫৭ আবু ইয়া'লা, হাদীস ৮৬০, ৮৬১)

উমর ﷺ এর খিলাফতকালে উক্ত আদেশের ব্যাপারে কেউ কোন বিরোধিতা দেখায়নি বিধায় উক্ত ব্যাপারে সবার ঐকমত্য রয়েছে বলে প্রমাণ করে।

৮. মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফির ও মুশরিকদের সহযোগিতা করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِيْ الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ﴾.

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইয়াহুদী ও খ্রীস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করবে নিশ্চয়ই সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সুপথ দেখান না"। (মা-ইদাহ: ৫১)

৯. অধিক আমলের দরুন কিংবা অন্য যে কোন কারণে কোন ব্যক্তি শরয়ী বিধি-বিধান মানা থেকে অব্যাহতি পেতে পারে এমন ধারণায় বিশ্বাসী হওয়া।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلاَمِ دِيْناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِيْ الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ﴾.

"যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম অন্বেষণ করে তা কখনই গ্রহনযোগ্য হবে না এবং পরকালে সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে"। (আল-ইমরান: ৮৫)

১০. ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া তথা সে দ্বীনি কোন কথা শুনেও না তেমনিভাবে আমলও করে না অর্থাৎ সে দ্বীনের কোন ধার ধারে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ﴾.

"যে ব্যক্তিকে তাঁর প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো; অথচ সে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিলো তার অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী আর কে হতে পারে? আমি অবশ্যই অপরাধীদেরকে শাস্তি দেবো"। (সাজদাহ: ২২)

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সঠিকটি জেনে-বুঝে সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন।

সমাপ্ত